116

তারিখ 06 AUG 1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

দৈনিক ইনকিলাব

সূর্যসেন হল পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে আবার উত্তেজনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ অশান্ত সূর্যসেন হল পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে গতকাল আবার ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দিনভর সূর্যসেন হল এলাকায় থমথমে উত্তেজনা বিরাজ করে। হল এলাকায় যে কোন মুহূর্তে সংঘর্ষের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হল গেটে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। গত সোমবার রাতে সূর্যসেন হলের একটি কক্ষ

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

সূর্যসেন হলে উত্তেজনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দখলের অভিযোগ এবং সমঝোতা চুক্তি ভঙ্গ করে ছাত্রলীগের হল পর্যায়ের একজন নেতার সূর্যসেন হলে ঢোকার চেষ্টা ও হল গেটে কর্তব্যরত হাউজ টিউটর ও ছাত্রদল কর্মীদের হুমকি প্রদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। পরিস্থিতি নিয়ে গত রাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ পরস্পরের বিরুদ্ধে সমঝোতা চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ করেন। এ নিয়ে দু'পক্ষে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। রাত ১০টা পর্যন্ত সভা চলছিল।

গত সোমবার দুপুরে মুহসীন হলের ছাত্রলীগের একজন নেতার সূর্যসেন হলে ঢোকার চেষ্টা এবং কর্তব্যরত হাউজ টিউটরের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূর্যসেন হল পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাতে ঐ নেতা আবার সূর্যসেন হলে যান এবং বেশ কিছুক্ষণ গেস্ট রুমে অবস্থান করেন। সূর্যসেন হল পরিস্থিতি নিয়ে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী দুই সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়া আর কেউ সূর্যসেন হলে যেতে পারবে না।

ছাত্রলীগ অভিযোগ করে যে, সোমবার রাতে হলের ৩০২ নম্বর কক্ষ থেকে ছাত্র দল কর্মীরা ছাত্রলীগ কর্মীকে বের করে দেয় এবং জিনিসপত্র নিয়ে যায়। ছাত্রদল নেতারা বলেন, ঐ কক্ষটি একজন ছাত্র দল কর্মীর নামে কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দকৃত। কিন্তু ছাত্রলীগ কর্মীরা কক্ষটি দখল করে রাখে। ঐ কক্ষের ছাত্র, ছাত্র দল কর্মীটি সোমবার রাতে তার জিনিসপত্র আনতে তার কক্ষে যায় এবং দেখতে পায় যে, তার কিছু কিছু জিনিসপত্র নেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গতাকাল দুপুরে রিজভী নামে মুহসীন হলের একজন ছাত্রলীগ কর্মী সূর্যসেন হলে ঢুকতে গেলে কর্তব্যরত হাউজ টিউটর তার কাছে পরিচয়পত্র চান। সে পরিচয়পত্র দেখাতে না পারায় হাউজ টিউটর তাকে হলে ঢুকতে বাধা দেয়। এরপরও সে হলে ঢুকতে চাইলে ছাত্র দল কর্মীরাও তাকে বাধা দেয়। এ সময় সে হুমকি দিয়ে বলে, তার হলে ঢুকতে পরিচয়পত্র লাগে না, বেশী বাড়াবাড়ি করলে পায়ের রগ কেটে দেবে। ছাত্রদল নেতারা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটি ভাইস-চ্যান্সেলর ও হল প্রভোস্টকে জানান। ভিসি ছাত্র দল ও ছাত্রলীগ নেতাদের নিয়ে দুপুরেই এক বৈঠকে মিলিত হন। অপরদিকে, সূর্যসেন হলে, ছাত্রদল কর্তৃক ছাত্রলীগ কর্মীর কক্ষ দখল ও ভুয়া পরিচয়পত্রধারী ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়ার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ দুপুরে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মুধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদিক্ষণ করে অপরাজেয় বাংলায় মিলিত হয়। সমাবেশে ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি মাহবুবুল হক শাকিল, কেন্দ্রীয় নেতা রফিকুল ইসলাম, পংকজ নাথ, শামীম আহমদ ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, সমমোতার পর ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর ছাত্র দল কর্মীরা হামলা চালালে ছাত্রলীগ তা সহ্য করবে না। তারা দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। এদিকে সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে গতরাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের এক সভা ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রদল, ছাত্র লীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় দুই পক্ষই ভিসির কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে সমঝোতা চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ করেন।